প্রথম আলো

তারিখ ...SEP. ৬-2-2000
পৃঃ 20, কলাম ৪

লালমাটিয়া মহিলা কলেজে শিক্ষক পদে পরীক্ষা বর্জন, অধ্যক্ষ নিয়োগ স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিতর্কিত নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখায় রাজধানীর লালমাটিয়া মহিলা কলেজে শিক্ষক হতে আগ্রহী প্রার্থীরা গতকাল শুক্রবারের লিখিত পরীক্ষা বর্জন করেছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা স্থগিত করে নতুনভাবে তা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর পাশাপাশি সমালোচনার মুখে কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভায় অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ নিয়োগের প্রক্রিয়া স্থগিত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

লালমাটিয়া কলেজ পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান এবং ঢাকা-৯ আসনের বিএনপি সাংসদ অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুবউদ্দিন আহমাদের তত্ত্বাবধানে এই কলেজে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষসহ ২০ জন শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছিল। নিয়োগে 'নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য' সাংসদই প্রশ্নপত্র তৈরি করে আনেন। পরীক্ষা নেওয়া এবং খাতা দেখার কাজও তদারকি করেন তিনি।

পরপর তিন শুক্রবার ১৪টি বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার ধারাবাহিকতায় গতকাল শুক্রবার শেষ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার পর পরীক্ষা না দিয়ে বিক্ষোভ করেন। তাদের অভিযোগ প্রশ্নপত্র ছিল খবই কঠিন নিম্নমানের এবং ভুলে ভরা। 'পরীক্ষার নামে প্রহসন মানি না' স্লোগান দিয়ে তারা পরীক্ষা বর্জন করেন।

কলেজ চত্বরে পরীক্ষা শুরুর আগে থেকে দিনভর পুলিশ মোতায়েন ছিল। মোহাম্মদপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

পরীক্ষা বর্জনের পর গতকাল বিকেলে কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের চেয়ারম্যান খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমাদ। এর আগে কলেজের ৭০-৮০ জন শিক্ষক একযোগে চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করেন। এসব শিক্ষক মহিলা কলেজে একজন মহিলা অধ্যক্ষ নিয়োগ দেওয়ার অনুরোধ জানান। তারা এই পদে পিএইচডি করা এবং তিন দশকেরও বেশি এই কলেজে শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে নিয়োগ দেওয়ারও দাবি জানান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক জানান, চেয়ারম্যান সবকিছু পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে খুব শিগগির সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানিয়েছেন।

গতকালের সভায় অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ নিয়োগের বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার কথা থাকলেও সমালোচনার কারণে তা স্থগিত রাখা হয়। অধ্যক্ষ পদে নিয়োগে অভিজ্ঞতার শর্ত এবং উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগে শিক্ষাগত যোগ্যতা উপেক্ষা করা হয়েছে বলে এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

লালমাটিয়া মহিলা কলেজ

শেষ পৃষ্ঠার পর

কয়েকজন সদস্য অভিযোগ তোলেন।

সূত্রমতে, কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভায় লালমাটিয়া কলেজে শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে উদ্ভূত পরিস্থিতি সংবাদমাধ্যমে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত হয়। পরিষদের কয়েকজন প্রতিনিধি এ বিষয়ে আপত্তি তোলেন। তারা বলেন, প্রায় দুই সপ্তাহ আগে খবর প্রকাশিত হলেও এর প্রতিবাদ করা হয়নি। এখন পরিচালনা পরিষদের মাধ্যমে প্রতিবাদ দেওয়া যৌক্তিক নয় বলে তারা মনে করেন। শেষ পর্যন্ত প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে পত্রিকায় ব্যাখ্যা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

সাংসদ মাহবুব উদ্দিন সভায় জানান, কিছু বিষয় স্পষ্ট করলে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে জনমনে সৃষ্ট বিভ্রান্তির অবসান হবে। সভায় তিনি বলেন, নিরপেক্ষভাবে শিক্ষক নিয়োগ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তিনি এসব পদক্ষেপ নেননি।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. মাহবুবা সিদ্দিকী *প্রথম আলোকে* বলেন, সভায় শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশিত, খবরের ব্যাখ্যা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ ছাড়া গতকালের স্থগিত পরীক্ষা আগামী ১৪, ১৫ এবং ১৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

গতকাল ছিল রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা। এর আগে সাংসদের তত্ত্বাবধানে গত দুই শুক্রবার দশটি বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা হয়। এসব পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি, পরীক্ষা পরিচালনা এবং খাতা দেখার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের দশজন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও পরবর্তীতে গোপনীয়তা বজায় রাখার কথা বলে তাদের আসতে নিষেধ করা হয়। তবে তাদের মৌখিক পরীক্ষার সময় ডাকা হবে বলে গতকালের সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে।